বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

মা সি ক

আমার আলো

কুতুববাগ দরকার শরীফের মুখপত্র

সুফিবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ॥ ২৭ ভাদ্র ১৪২১ ॥ ১৫ জিলকদ ১৪৩৫ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ সংখ্যা ৬

হাদিয়া : ১০ টাকা

আলাহ্‌তা'লা কোরআন মজিদে তাঁর বন্ধুঅলি-আউলিয়াদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষদেরকে সতর্ক করেন

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ্‌ নকশ্‌বন্দি মোজাদ্দেদি

আলা ইন্না আওলিয়া আল্লা-হি লা-খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্‌যানূন। আল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া কা-নূ ইয়াত্তাকূন। লাহুমুল্‌ বুশ্‌রা-ফিল্‌ হায়া-তিদ্‌ দুন্‌ইয়া ওয়াফিল্‌ আ-খিরাতি; লা-তাব্‌দীলা লিকালিমা-তিল্‌ লা-হি; যা-লিকা হুওয়াল্‌ ফাওযুল 'আজীম। (সূরা ইউনুস, আয়াত, ৬২-৬৪)

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতা'লা সবাইকে সর্তক করে বলেন, সর্তক হও! জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুঅলি-আউলিয়াদের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাযুক্তও হন না। যাঁরা বিশ্বাস করেন এবং সাবধানতা অবলম্বন করেন, তাঁদের জন্য ইহকাল ও পরকালের জীবনে সুসংবাদ আছে, আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এটিই মহা সাফল্য।

অ-লাকৃদ কাতাবনা-ফিয্যাবূরি মীম বা'দিয্‌ যিক্‌রি আন্নাল আরদ্বা ইয়ারিছুহা-ইবা-দিয়াছ্‌ ছলিহুন। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৫)

অর্থ: (প্রিয় হাবীব সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ' আপনার মহব্বতে আমার মাহাবুব বান্দাদেরকে পৃথিবীর স্বত্ত্বাধিকারী করে তা, আমার লওহে মাহফুজে লিখে রেখেছি।

ওয়ামাই ইউত্বি'ইল্লা-হা ওয়ার রাসূলা ফাউলাইকা মা'আল্লাযীনা আন'আমাল্লা-হু আলাইহিম মিনান নবিয়্যীনা ওয়াছ্‌ছিদ্দীকীনা ওয়াশশুহাদাই ওয়াছ্‌ ছালিহীনা, ওয়া হাসুনা উলা-ইকা রাফীক্বা। (সূরা নিসা, আয়াত: ৬৯)

অর্থ: সত্যবাদী, শহীদ ও সিদ্দীকগণ আল্লাহ ও রসুল সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশেক। তাঁরা বেহেশতে নবী সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী হবেন, তাঁরা কতই না সুন্দর। হযরত আলী (রা.) ইরশাদ করেন যে, আমার অন্তরে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা এমনকি শীতল পানি অপেক্ষাও মহানবী সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা অধিক প্রিয় (হাদিস : মাদারেজুন নবুয়্যত)। নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোনো মৃত্যু নেই, বরং তাঁরা স্থানান্তরিত হয়, ধ্বংসশীল ইহজগৎ থেকে স্থায়ী পরজগতে (আল হাদিস)। নিশ্চয়ই আমার বন্ধুগণ আমার জুব্বার অন্তরালে অবস্থান করেন। আমি এবং আমার আউলিয়াগণ ব্যতীত তাদের পরিচিতি সম্বন্ধে কেউ অবগত নয় (আল হাদিস)।

কেরামাতুন আউলিয়াউন হাক্কুন।

অর্থ: আউলিয়াদের কেরামত ক্ষমতা সত্য (আল হাদিস)।

আল আউলিয়াও রায়হানুল্লাহ।

অর্থ: আউলিয়াগণ আল্লাহর সুবাস (আল হাদিস)।

ওয়ালা-তাহ্‌সাবান্নাল্লাযীনা কূতিলূ ফী সাবীলিল্লা-হি আমওয়া-তা; বাল আহ্‌ইয়া উন ইন্দা রাব্বিহিম ইউরযাকূন (সূরা, আল

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুরের মহা মূল্যবান নসিহত বাণী

১. তোমরা প্রত্যেকেই নিজের নফসে আম্মারার সঙ্গে যুদ্ধ করো এবং তাকে বশ মানাতে চেষ্টা করো, তবেই আল্লাহতা'লা তোমাদের সফল করবেন।

২. পীরের খাসলতে খাসলত ধরো, তবেই ত্রাণ ও শান্তি।

৩. প্রত্যেক নিঃশ্বাসেই খেয়াল ক্বলবের ভিতর ডুবিয়ে রাখো, নইলে (পথভ্রষ্ট) হালাক হবার ভয় আছে। জীবনভর ইবাদত করে শেষ নিঃশ্বাসের সময় আল্লাহকে ভুলে মরলে সমস্ত ইবাদত বিনষ্ট হয়ে যাবে, বেঈমান হয়ে মরবে। তাই, আল্লাহর প্রিয় অলি-বান্দাগণ ইমানের সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার জন্য, মহান আল্লাহতা'লার হুজুরে জীবনভর কাঁদছেন। তোমরা ইমানের সঙ্গে মরার জন্য ক'দিন কেঁদেছো? মাতালের মত বেহুশ হয়ো না, হুশিয়ার হও! অমূল্য জীবন স্বপ্নের মত চলে যাচ্ছে, ফিরে আর পাবে না।

৪. যদি পরিপূর্ণ মুসলমান হতে চাও, তাহলে শরিয়তের ছোট বড় যাবতীয় হুকুম-আদেশ মেনে চল। তবেই মারেফতের জ্ঞান লাভ করা তোমাদের জন্য সহজ হবে।

৫. যারা আমার শিষ্যত্ব বা বাইয়াত গ্রহণ করবে, তারা চুরি করবে না, মিথ্যা বলবে না, অন্যের গীবত করবে না, জ্বেনা-ব্যাবিচার করবে না, অপরের হক নষ্ট করবে না, এসব থেকে বিরত থাকলেই কামেলে ইনসান হতে পারবে।

৬. পরম আত্মার সঙ্গে নিজের আত্মার যোগসূত্র করা প্রতিটি মানুষের অবশ্যই কর্তব্য এবং সে বিদ্যাই সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহতা'লার দর্শন লাভ করা যায়।

৭. কামেল পীরের তাওয়াজ্জুহ বলে মুরিদের মুর্দা দিল জিন্দা হয়ে, প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করতে পারে। মুর্দা দিল জিন্দা হলে ওই দিলে আল্লাহ ও রসুলের (সঃ) খাস মহব্বতের ফয়েজ ওয়ারেদ (বর্ষিত) হতে থাকে। কেবল তখনই মানুষ হুজুরি দিলে নামাজ আদায় করতে সক্ষম হয়।

৮. শুধু মুখে আল্লাহর নাম আর অন্তরে দুনিয়ার চিন্তা, এমন নামাজে কোন ফল নেই। তাই রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'নামাজই নয় হুজুরি দিল ব্যতীত'। সুতরাং নামাজ পড়বার সময় খেয়াল-চিন্তা সব দিক থেকে ফিরিয়ে নিজের ক্বলবের ভিতর ডুবিয়ে রাখো। যতক্ষণ খেয়াল ক্বলবে থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহতা'লাকে মনে থাকবে যখনই খেয়াল ক্বলব থেকে বের হয়ে যাবে, তখনই আল্লাহকে ভুলে যাবে। নামাজের সময় যদি আল্লাহকেই মনে না থাকে, তবে কাকে সিজদা করছো? তা চিন্তা করে দেখ। আল্লাহর হুজুরে তোমরা অল্প সময়ের জন্যই দাঁড়িয়ে থাকো, সুতরাং এ সামান্য সময়ের জন্য মন ও মুখ এক করে আল্লাহতা'লাকে সিজদা করো।

৯. রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর মহব্বতই প্রকৃত ইমান। রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর মহব্বত যার অন্তরে যতটুকু তার ইমানও ততটুকু।

১০. যদি তোমরা আল্লাহ ও রসুল (সঃ)-এর মুহব্বত অন্তরে সৃষ্টি করতে চাও, তবে কামেল পীরের সহচার্য সন্ধান কর।

১১. ক্বলব আল্লাহতা'লার ভেদের মহাসমুদ্র এবং এ ক্বলবের মধ্যেই আল্লাহতা'লার নিদর্শনসমূহ লাভ করা যায়। যেমন ক্ষুদ্র একটি বটের বীজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আর একটি বটগাছ। তেমনি আল্লাহতা'লা মানব দেহের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। কিন্তু নফসের কু-খায়েশের কারণে মানব দেহের অন্তরাত্মা ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহতা'লার ভেদের নিদর্শন সমূহ অনুধাবন করতে হলে এবং তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে হলে, ক্বলবকে আয়নার মত স্বচ্ছ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহতা'লার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে না পারবে, ততক্ষণ তোমার আত্মা অতৃপ্ত থাকবে এবং যখন তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে, তখন তোমার অন্তর এক অনাবিল শান্তির অধিকারী হবে।

১২. যখন তুমি তোমার ময়লা দিলকে পীরে কামেলের পবিত্র দিলের সঙ্গে মিশাতে পারবে, সে মুহূর্তে তোমার অন্ধকার দিল আল্লাহর নূরে আলোকিত হবে।

১৩. মুর্শিদে কামেলের পথই প্রকৃত সত্যের পথ এবং গজব থেকে বাঁচার উপায়।

কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর

সেহাঙ্গল বিপস্নব/বাদল চৌধুরী
প্রতিবেদক : আত্মার আলো ॥

'সুফিবাদই শান্তির পথ' এই অমিয় সত্য বাণীকে বুকে ধারণ করে খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর বিশ্বের সকল মানুষকে শান্তির পথে আহ্বান করছেন। ইসলাম ধর্মের সত্য তরিকা প্রচারের লক্ষ্যে সুফিবাদের পতাকাতলে জমায়েত হয়ে ইসলামের খেদমত করার ধারাবাহিকতায় কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন, কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর। পরমকরুণাময় আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে গত ৩০ আগস্ট, রোজ শনিবার বাদ জোহর নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানাধীন (পুরাতন রেল স্টেশন সংলগ্ন) কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদের শুভ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। জামে

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

নামাজ হল মুমিন লোকের জন্য মেরাজ।
–আল হাদিস

আত্মার আলো

আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরআন মজিদে তাঁর বন্ধু-অলি

আয়াত : ১৬৯)।
অর্থ: যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে; তাদেরকে মৃত মনে করো না, তারা বরং জীবিত, নিজের রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত, নিজের রবের পক্ষ থেকে রিযিকও প্রাপ্ত।
ওয়ালা-তাকুলূ লিমাই ইউক্বতালু ফী সাবীলিল্লা-হি আম্ওয়া-তা; বাল আহইয়া উওঁ ওয়ালা-কিল্লা-তাশ'উরূন (সূরা বাক্বারা, আয়াত : ১৫৪)।
অর্থ: যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে; তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা জানো না।
ওয়া আন আবি হুরাইরাতা (রা.) ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি (সঃ) ইন্নাল্লাহা তায়ালা মান আদালী অলি আন ফাক্বাদ আ-জানতুহু বিল হারবি, ওমা তাকাররাবা ইলাই ইয়া আবদি বি-শাইয়্যিন আহাব্বু ইলাই ইয়া মিম্মাফ তারতু আলাইহি অলা ইয়াজালু আবদি ইতাকাররাবু ইলাই ইয়া বিন্না ওয়াফিলি হাত্তা আহ্ বাবতুহু ফা-ইযা আহ্ বাবতুহু ফাকুনতু সাম আ-হুল্লাজি ইয়াসমাউ বিহি ওয়া বাছারা হুল্লাজি ইউবুসিরু বিহি ওয়া ইয়াদাহুললাতি ইয়ুবতিসু বিহা ওয়া রিজলাহুল্লাতি ইয়ামশি বিহা ওয়া ইন-সা আলানি লা-উতি আন্নাহু ওয়ালা ইন আসতায়া জানিলায়্যি জান্নাহু ওমা তারাদ্দু আনসাইয়্যিন আনা ফা-ইলাহু তারাদুদি আন নাফসিল মুমিনি ইকবাহুল মাওতা ওয়া আন আকরাহু মাসা আতুহু ওলা বুদদালাহু মিনহু। (রওয়াহুল তিরমিযি) বুখারী/তিরমিযী
অর্থ: প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহতা'লা বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি আমার কোনো প্রিয় বান্দাকে আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কারণে শত্রু মনে করে, তবে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। অর্থাৎ আমার প্রিয় বান্দার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা মানে আমার সঙ্গেই যুদ্ধ করার নামান্তর। আর আমি যা কিছু আমার বান্দার ওপর ফরজ করে দিয়েছি, শুধু তা পালন করেই কোনো বান্দা আমার নৈকট্যলাভ করতে পারবে না। সুতরাং আমার প্রিয় বান্দারা ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবাদতের মাধ্যমেই সদাসর্বদা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। ফলে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আর যখন আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যে কান দিয়ে সে শ্রবণ করে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যে চোখ দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যে হাত দিয়ে সে স্পর্শ করে। আমি তার পা হয়ে যাই, যে পা দিয়ে সে হাঁটে।
অর্থাৎ, তার চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদি সবই আমার করুণা পরিবেষ্টিত হয়ে যায়।
অনন্তর সে যদি আমার নিকট কোনো কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাৎক্ষণিক তা প্রদান করি। যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি। আমি যে কাজ করতে চাই, তা করতে কোনো দ্বিধা-সংকোচ করি না, যতটা দ্বিধা-সংকোচ করি একজন মুমিনের জীবন সম্পর্কে। কেননা সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, অথচ আমি তার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি।
টীকা: (ফাক্বাদ আজান্তুহু বিল হারবি) অর্থ: আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করি' এই বাক্যটির মর্ম হল, আল্লাহর অলির সঙ্গে কোনো প্রকার বেয়াদবী করা কিংবা শত্রুতা করা, আল্লাহর কাছে তা খুবই অপছন্দনীয় এবং ঘৃণিত কাজ। সে কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহারকারী বা শত্রুতাকারীর সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছে। অথবা অলির সঙ্গে বেয়াদবীর মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহর সঙ্গে বেয়াদবী করা হয়, সে জন্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছে।
মান নাদানি বি-ইসমী ফি-কুরবাতীন কুশিফাত ওয়ামান ইশতাগাসা বি-ফি-শিদ্দাতিন কুরিজাত, ওয়ামান তাওয়াসালা বি ইলাল্লাহি ফি হা-জাতীন কুদিয়াত (বাহজাতুল আসরার)।
অর্থ: যদি কেউ পেরেশানীতে পড়ে আমার সাহায্য চায়, তবে তার পেরেশানী দূর হয়। যদি কেউ কঠিন বিপদে পড়ে আমার সাহায্য চায়, তবে তার বিপদ দূর হয়। কেউ আমার উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চায়, মহান আল্লাহতা'লা তার বাসনা পূর্ণ করেন, (গাউসুল আযম আবদুল কাদির জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, (বাহজাতুল আসরার)।
আন আবি হুরাইরাতা রাদিআল্লাহুতা'লা আনহু ক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহি সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রব্বু আশআছা, আগবারা মাদফুইন, আনিল আবওয়াবী, লাও আক্বসামা আলাল্লাহি লা আবরাহু (রওয়াহু মুসলিম)।
অর্থ: হযরত আবু হোরায়রা রাদিআল্লাহুতা'লা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করিম সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এমন অনেক উসকো-খুশকো লম্বা চুলধারী ধূলামলীন বিশিষ্ট লোক আছে, যাদেরকে মানুষের দরজা থেকে বিতারিত করা হয়, অথচ তারা যদি আল্লাহর কাছে কিছু দাবী করে, তাহলে আল্লাহ তাদের সে দাবী পূরণ করেন (মুসলীম শরীফ)।
ক্বালা সাইদু জমালু মাক্কী ফি ফাত্তাওয়াহু সুইলতু আম্মান ইয়াকুলু ফিশ্শিদাইদি ইয়া রসূলুল্লাহ সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আও ইয়া শ্বাইখ আব্দুল ক্বাদির আল জিলানী শাইয়ান লিল্লাহি আও ইয়া আলীইউন হাল হুয়া যাইজিন আমলা ফাকুতু নাআম হুয়া আমরুন মাশরুউন ওয়া শাইউন মারগুবুন, লা ইউনকিরুহু ইল্লা মুতাকাব্বিরু আও মুয়ানিদুন ওয়াহুয়া মাহরামুন আন ফুউযিল আউলিয়া ইল্লাকিরামী ওয়া বারাকাতীহীম (বাহজাতুল আসরার)।
অর্থ: সৈয়দ জামাল মক্কী তাঁর এক ফতোয়ায় বলেছেন, আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়ে সাহায্যের আশায় 'ইয়া রসুলুল্লাহ' অথবা 'ইয়া শেখ আবদুল কাদির শাইয়ান লিল্লাহ' অথবা 'ইয়া আলী' বলে ডাক দেয়া জায়েজ কি না? তদুত্তরে আমার মত হচ্ছে, এরূপ সাহায্য চাওয়া শরিয়ত মোতাবেক জায়েজ ও উত্তম। অহংকারী অথবা শত্রু ব্যতীত কেউ এটা অস্বীকার করে

ঘোষণা

কুতুববাগ দরবার শরীফে প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক গুরুন্নরাত্রি পালন করা হয়। ওইদিন বাদ মাগরিব থেকে কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া ওলামা মিশনের প্রখ্যাত আলেমগণ ওয়াজ-নসিহত, জিকির আজকার, ধ্যান-মোরাকাবা ও তরিকতের বিশেষ আমল শিড়্গা দেয়া হয়। এরপর রাত্রির তৃতীয় ভাগে রহমত পালন করা হয়।

রাত ১০ টা থেকে খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর বিশ্ববাসীর শান্তিত্ম ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে মহা মূল্যবান বয়ান ও দোয়া করেন।

কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদের নির্মাণাধীন নকশা

লেখা আহ্বান

সম্মানিত পাঠক ও জাকের ভাই-বোনদের প্রতি লেখা আহ্বান করছি।
এই পত্রিকায় সুফিবাদ বা ইলমে তাসাউফ ও তরিকত সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত এবং তরিকতপন্থি ভাই-বোনদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথা এবং তরিকা গ্রহণের পরে আত্মিক, সামাজিক, পারিবারিক অবস্থার উন্নতি বা পরিবর্তনের কথা প্রকাশ করতে চান। এছাড়া শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত সম্পর্কে জানার জন্য আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তবে পূর্ণ নাম ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর-সহ হাতে লিখে বা টাইপ করে পাঠিয়ে দিন।
আমরা আপনাদের লেখা ও প্রশ্নের সঠিক উত্তর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করবো।
দেশ ও দেশের বাহির থেকে ই-মেইলের মাধ্যমেও লেখা পাঠাতে পারেন এবং কুতুববাগ দরবার শরীফের নিজস্ব ওয়েব সাইটে মাসিক আত্মার আলোর প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক
মাসিক আত্মার আলো
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
প্রয়োজনে:
০১৭২৬৪৫৯০০৪
০১৭২৩৪৮২২৯৪
০১৯১২৪৭৫১৭৭
ফোন: ০২-৮১৫৬৫২৮

ই-মেইল :
masikattaralo@gmail.com
ওয়েব সাইট :
www.kutubbaghdarbar.org.bd

কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর

মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, লক্ষ লক্ষ আশেক-জাকেরদের নয়নমণি, মাথার মুকুট আরেফে কামেল,মুর্শিদে মোকাম্মেল, হাদিয়ে জামান, জামানার মুরাদ ফকির দয়াল খাজাবাবা শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ নকশবন্দি-মোজাদ্দেদি মাদ্দাজিল্লুহুল আলি কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর। ঐদিন সকাল ১০টায় কুতুববাগ দরবার শরীফ ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকার সদর দপ্তর থেকে অসংখ্য আশেকান, জাকেরান ও ভক্ত মুরিদানদের সঙ্গে নিয়ে গাড়ীর বিশাল (কাফেলা) বহর নিয়ে, বন্দর দরবার শরীফের অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হন।
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আগে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ও অত্র এলাকার ভক্ত-মুরিদের অংশগ্রহণে মুখরিত হয়ে ওঠে। এত মানুষ তবু কোথাও কোনো উঁচু শব্দ নেই। একটু পরেই দরবারের বর্তমান মসজিদে জোহরের আজানের ধ্বনি ভেসে উঠলো। আজান শেষে মাইকে ঘোষণা এলো, সবাইকে অজু করে মাঠে নামাজে যাওয়ার জন্য। বিশাল মাঠ, যেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ হবে। সেখানে পাটের চট বিছিয়ে দেয়া হয়েছে, তার উপরে সবাই একই জামাতে ক্বেবলাজান হুজুরের সঙ্গে নামাজ আদায় করলাম। দুপুর বেলা কড়া রৌদ্র আকাশের দিকে তাকালাম দেখি কোথাও তেমন মেঘ নেই। শুধু একফালি মেঘ পূর্ব পশ্চিম দিকে আড়াআড়ি হায়ে আছে। দেখতে প্রায় চারকোণা, মঞ্চের ঠিক পিছনে দক্ষিণে স্থীর হয়ে আছে, এরপর অনেক সময় ধরে লক্ষ্য করছি। হাল্কা বাতাসও উড়ছে কিন্তু মেঘ সরছে না। সুন্দর মনোরম পরিবেশ, মাইকে ভেসে আসছে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া বাণী প্রচার কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড. মীর্জা মাহাবুব বাচ্চু, তিনি বিনীতভাবে ক্বেবলাজান হুজুর মঞ্চে আগমনের আগাম বার্তা জানিয়ে দিচ্ছেন। আশেক-জাকেরেরা দুইপাশে সারিবদ্ধ হয়ে দরবার থেকে শুরু করে মঞ্চ পর্যন্ত অতি আদব ও শৃংঙ্খার সঙ্গে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। এরইমধ্যে ক্বেবলাজান হুজুর বিশিষ্ট ভক্ত অতিথিদের নিয়ে ফুলে ফুলে সাজানো মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন।
শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন, কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া বাণী প্রচার কমিটির সম্মানীত উপদেষ্টা, সাবেক রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত আলহাজ্ব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমি দীর্ঘদিন ক্বেবলাজানের কাছে আসি, ওঁনার কাছে আসলে আমি শান্তি পাই। আপনারা জানেন আমি অনেক পীরের মাজার-দরবারে গিয়েছি কিন্তু এখানের মত আমি কোথাও দেখিনি। কী সুন্দর নিয়ম শৃংঙ্খলা। আমি ক্বেবলাজানের কাছে শিখছি, ওঁনার যে জ্ঞান তা পৃথিবীতে খুব কম মানুষেরই হয়। আল্লাহ ওঁনাকে বিশাল জ্ঞান দান করেছেন। তিনি আরো বলেন, সারাপৃথিবীতে এখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে দরকার সুফিবাদের শিক্ষা, কারণ সুফিবাদে কোনো হানাহানি, মারামারি নেই। সুফিবাদ শান্তির কথা বলে। তাই সারাবিশ্বে এখন সুফিবাদের শিক্ষা জরুরি হয়ে পড়েছে। এখানে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ হবে। এখানে সুফিবাদ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হবে। তিনি মাসিক 'আত্মার আলো'র প্রসংশা করে বলেন, ক্বেবলাজান হুজুর খুব সুন্দর একটি পত্রিকা বের করেন, 'আত্মার আলো' এই পত্রিকাটি আপনারা নিয়মিত পড়বেন, অনেক কিছু জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন। আমিও নিয়মিত পড়ি।
খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর তাঁর মহা মূল্যবান নসিহত বাণীতে বলেন, দয়াল নবীর সত্য তরিকার খেদমতে আমিও আপনাদের মত কর্মী। আপনারা হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তরিকার প্রচারের কাজ করে যাবেন। এক জাকের ভাই আরেক জাকের ভাইয়ের সঙ্গে মিল মহব্বত রাখবেন। পীরের দেয়া অজিফা আমল করবেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবেন। আরো বলেন, জাকেরেরা অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে দূর দূরন্ত থেকে আসছেন, সবাই তবারক খেয়ে যাবেন, কেউ না খেয়ে যাবেন না। তিনি বলেন, এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে জাকেররা কষ্ট করছে আল্লাহ, দোয়ার আগে বৃষ্টি হলে নাকি দোয়া কবুল হয় আল্লাহ। তুমি তোমার রহমতের চাদর দিয়া আমার আশেক-জাকেরদের ঢেকে রাখো আল্লাহ। তুমি তাদের নেক আশা পূরণ করো আল্লাহ। আমি আকাশের দিকে তাকালাম সত্যি তখনো সেই আগের স্থানে একখণ্ড ঘনো কালো মেঘ ছাড়া আকাশের কোথাও মেঘ নেই কিন্তু হঠাৎ আকাশে একটা গুমোট ভাব দেখা গেল। এরপর ক্বেবলাজান ভক্ত অতিথিদের নিয়ে কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদের শুভ ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করে মোনাজাত শেষ, প্রায় একশো গজ হেঁটে দরবার শরীফের দরোজায় কদম রাখার সঙ্গে সঙ্গেই বড় বড় ফোটার এক পসলা বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিলো! মাত্র কয়েক মিনিটের এই বৃষ্টি উপস্থিত সবার মধ্যেই সস্তির হাওয়া বইয়ে গেল। লক্ষ্য করলাম মঞ্চের পিছনের সেই মেঘ খণ্ড এখন আর নেই। সবাই বলাবলি করছিল, মানুষের পায়ে পায়ে যেভাবে মাঠের বালু উড়ছিলো, বৃষ্টি না এলে তবারক খাওয়া কষ্টের ছিল। অনেকেই বলছিল, এটা আল্লাহর অলির দরবার এখানে কোনো কিছুর সমস্যা হয় না। আল্লাহর তরফ থেকে সুন্দর পরিচ্ছন্নভাবে সব ব্যবস্থা হয়ে যায়।
এ কে এম সেলিম ওসমান এমপি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মশিউর রহমান রাঙ্গা, শামীম ওসমান এমপি, মোঃ নজরুল ইসলাম বাবু এমপি, আবদুল মান্নান এমপি, জাতীয় পার্টির মহাসচিব জিয়াউদ্দিন বাবলু, পীরজাদা আলহাজ্ব মীর হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী, এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান হারুন-উর রশিদ, কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া বাণী প্রচার কমিটির সভাপতি ও ইউনুছ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোঃ ইউনুছ, কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া বাণী প্রচার কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও আল জয়নাল গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব জয়নাল আবেদিন-সহ

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

বাবাজানের সান্নিধ্য পবিত্র করেছে আমাকে

আমিত্বকে বিলীন করে নিজেদের মধ্যে যে খারাপ রিপুগুলো আছে, তা পাক-সাফ করে আত্মশুদ্ধি লাভ করা যায়। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ, জিকিরের মাধ্যমে দিলকে জাগ্রত রাখা এবং আল্লাহকে (হাজির-নাজির) উপস্থিত জেনে নামাজে হুজুরি (একাত্মতা) আনা। বাবাজানের কাছ থেকে অনেক অজানাকে জানতে পারছি, যেগুলো নিজের আয়ত্তের মধ্যেই ছিল কিন্তু এতদিন অজ্ঞানতা এবং অবহেলার কারনে জানতে ও বুঝতে পারিনি। একজন সত্যিকারের মুর্শিদ বা মানুষ-গুরু-ই পারেন আমাদের ছোট-বড় সব ধরণের মন্দ স্বভাব থেকে বেঁচে থাকার সঠিক শিক্ষা দিতে। বাবাজানের কাছে বাইয়াত গ্রহণের পর থেকে আমি নিজের মধ্যে তা অনুভব করছি যে, ইমান এবং আমল দুটোই ঠিক রেখে কীভাবে শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করা যায়।

বাবাজানের কাছে মুরিদ হবার পর বুঝতে পারলাম, তাঁর মুরিদ কখন কোথায় কি করে, কোন অবস্থায় আছে বা থাকে সব খবরই বাবাজান রাখেন। এমনই একটি কেরামতির কথা এখন আমি আপনাদের বলবো। বাবাজানের সাথে বন্দর, নারায়ণগঞ্জের একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, অনুষ্ঠানস্থলের গেটে এবং এর আশপাশে অনেকগুলো কুকুর দেখতে পেলাম। আমি যখন গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করি তখন কুকুরগুলো তাড়িয়ে তারপর ভিতরে প্রবেশ করলাম। কিছুক্ষণ পর আমি চা খাওয়ার জন্য দোকানে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি বেঞ্চের পাশে কতগুলো কুকুর, আমি কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে বেঞ্চে বসলাম। কিন্তু কুকুরগুলো তাড়ালেও আবার এসে জড়ো হয়, তাই একটু পর পরই কুকুরগুলোকে তাড়াচ্ছিলাম। কুকুরগুলো এলোমেলো দৌড় দিলে একটি কুকুরের শরীরে আমার ধাক্কা লাগলে আমি বিরক্তবোধ করি, কারণ আমাকে এখন পোশাক পরিবর্তন করতে হবে। আবার অযু করতে হবে। এও ভাবছি যে আমার পোশাক নাপাক হয়েছে কি না? যাই হোক, চা খেয়ে আমি মাহফিলে চলে গেলাম, কিছুক্ষণ পর বাবাজান মঞ্চে আসলেন, নসিহত-বয়ান শুরু করলেন। আমি অবাক হলাম, বাবাজান নসিহত বাণীর শুরুতেই যে কথা বললেন তা শুনে! বাবাজান বললেন, একদিন এক বুজুর্গ ব্যক্তি একটি সরু পথ দিয়ে যাচ্ছিলো, অপর পাশ থেকে একটি কুকুর আসছিল, কুকুরটিকে দেখে বুজুর্গ ব্যক্তি বলল এই কুকুর তুই সর, তোর গায়ে আমার শরীর লাগলে আমার পোশাক নাপাক হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহতা'লা কুকুরের জবান খুলে দিলেন, এবার কুকুর বলল, হে বুজুর্গ, তুমি এত বড় বুজুর্গ আমার গায়ে তোমার পোশাক লাগলে ময়লা হয়ে যাবে। কিন্তু তা পানিতে ধুলে পরিস্কার হবে, তোমার মনে এত হিংসা, যা পৃথিবীর সমস্ত পানি দিয়ে ধুলেও তোমার মনের হিংসা দূর হবে না। বুজুর্গ ব্যক্তি এবার লজ্জিত হলো এবং তাঁর ভুল বুঝাতে পারলো। এরপর ওই বুজুর্গ ব্যাক্তি নিজে কাদায় নেমে কুকুরের জন্য পথ ছেড়ে দিলেন। বাবাজানের মুখে যখন আমি এই নসিহত বাণী শুনলাম, তখন আমিও নিজের ভুল বুঝতে পারলাম এবং নিজের ভিতর যে দ্বিধা-দন্দ্ব ছিল তত্তা দূর হয়ে গেল।

ভুল করেও যেন ভুল পথে

পথে চলি আর মনে মনে বলি ভুল করেও যেন ভুল পথে না চলি। খাজাবাবা কুতুববাগী যেন আমাকে দয়া করেন আর ভুল হলে ক্ষমা করেন। প্রতি বৃহস্পতিবার কুতুববাগ দরবার শরীফে মুর্শিদ কেবলার ওয়াজ নসিহত করেন, দোয়া করেন। তওবা নছুহা পাঠ করান। পরের দিন শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়ানো হয়। আমরা জাকের বোনেরা দরবারের ৬ষ্ঠ তলায় বসি এবং নামাজ আদায় করি। ৫ বছরের উপরে কোন ছেলে সেখানে যেতে পারে না, বাবাজানের নিষেধ। ৬ষ্ঠ তলায় উঠার জন্য বোনদের সিঁড়ি আলাদা।

ভাইদের সঙ্গে বোনদের দেখা হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আমরা সাউন্ড বক্সের মাধ্যমে একই জামাতে নামাজ আদায় করি। দরবার শরীফে মাদ্রাসা ও এতিমখানা আছে সেখানে শুধু ছেলেরা পড়া লেখা করতে পারে। আমরা যতক্ষণ ইবাদতের জন্য অবস্থান করি কুতুববাগ দরবার শরীফের লঙ্গরখানা থেকেই তবারক খেয়ে থাকি। এর জন্য টাকা-পয়সা লাগে না। দরবার শরীফে বহু আলেম ওলামা রয়েছেন।

৬ষ্ঠ তলায় জাকের বোনেরা পীর আম্মাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তিনি আমাদের নালিশ ধৈর্য্য ধরে শুনেন এবং আমল শিখিয়ে দেন ও সাধ্যমত মান্নত করতে বলেন। পীর আম্মাজানের কথা শুনলে আত্মায় শান্তি পাই। যে কোন সমস্যায় পড়লে পীর আম্মাকে বলি, তিনি বাবাজানকে বলেন। এরপর আমাদের সমস্যা বা মছিবত ইনশাআল্লাহ দূর হয়ে যায়। আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য একজন কামেল মুর্শিদের উছিলা ধরতে হয়। উছিলা ছাড়া কিছুই হয়না। মুর্শিদের দরবারে আসা-যাওয়া করলে আল্লাহর ভয় অন্তরে আসে। নিজেকে চেনা যায়। সূরা মুমতাহেনাতে মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। পুরুষদের জন্য যেমন কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত ফরজ। মহিলাদের জন্যও একই নিয়ম।

কুতুববাগীর ছায়াতলে

শরীফ চৌধুরী (শ্রীমঙ্গল)

খাজাবাবা কুতুববাগী বেলায়েতের কাণ্ডারী
মাকামে মোজাদ্দেদ তিনি মানবতার ভাণ্ডারী,
আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা এবং নামাজে হুজুরী
যাঁর হয়েছে, দুই পাড়ে তাঁর মিলবে না জুরি।

এসো এসো ভাই-বন্ধু, কুতুববাগীর দরবারে
গুপ্ত জ্ঞানের খনি মুর্শিদ বুঝবে কি? না আসলে?
অনন্য তাঁর গুণের কথা রূপেরও নেই তুলনা
ছায়া দিয়ে রেখো দয়াল, মরণ কালে ভুলো না।

ক্বেবলাকাবার রূপে কত আশেক-জাকের দিওয়ানা
ফকির, দরবেশ, জ্বীন-পরীদের উদ্দেশ্য এক ঠিকানা,
অগণিত কৌতুহলী দেখতে আসে কেমন?
তাঁরা বাবার পায়ের ধূলা পেয়ে গড়ছে সুখের জীবন।

কথায় বলে, মক্কার মানুষ !

সে কথা শুনতে পায় এবং বুঝতে পারেন। তাঁর আদেশ উপদেশ এতই মূল্যবান যে, প্রতিটি শব্দ আমাদের এ জীবনেই শুধু নয়, পরকালের জন্যও অমিয় সংবাদ। কথায় বলে, মক্কার মানুষ হজ্ব পায় না! ঠিক তেমনি আমরাও হাতের কাছে মহান আল্লাহর এমন একজন অলি-বন্ধু থাকতে তাঁর দোয়ার বরকত ও রহমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। কারণ, মানুষে নিন্দা করবে সেই ভয়ে আল্লাহর অলির দরবারে আমরা যাই না। শুধু দুনিয়ার ভোগ-বিলাস নিয়ে মেতে থাকি, আর সমাজের অতি সাধারণ মোল্লা মৌলভীদের দেয়া ফতোয়া এবং তাদের শেখানো ইসলাম নিয়ে মাতামাতি করি। কিন্তু ইসলামের মূলে যে সুফিবাদ, সেই সুফিবাদ সম্পর্কে আমরা কখনোও জানার চেষ্টা করি না। কিংবা করলেও তা শতকরা কত ভাগ মানুষ আল্লাহ ও রসুল (সঃ)-এর সত্য ইসলামের সুফিবাদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি? তাই আমার বিশ্বাস ইসলামের সুফিবাদের শিক্ষা বা জ্ঞান ছাড়া সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না। আমি এখন দয়াল খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুরের মুরিদ (ছাত্র), তাঁর কাছে তরিকতের বাইয়াত গ্রহণ করেছি, আল্লাহতা'লা তাঁর মাধ্যমে আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। ইনশাআল্লাহ। সুফি সাধকগণ হলেন পরশপাথরের মতো, তাঁদের মাধ্যমে আমরা আলোকিত হই। তাঁদের পবিত্র হাতের ছোঁয়া ছাড়া আমাদের আলোকিত হবার অন্য কোনো পথ নেই। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি হে আল্লাহ, আপনি ভুল পথের যাত্রীদেরকে কুতুববাগ দরবার শরীফে সুফিবাদের শামিয়ানার নিচে জায়গা নেয়ার তৌফিক দান করুন।

সুফিবাদই হলো নিজেকে চেনার একমাত্র পথ

মোঃ ইসহাক আহমেদ ইমন

সুফি শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে অনেকের অনেক মতভেদ রয়েছে, কেউ কেউ বলেন, সুফি শব্দটি 'সাউফ' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। আবার কারো মতে 'সাফা' শব্দ থেকে সুফি শব্দটি এসেছে বা 'আসহাবে সুফ্ফা' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। 'সাউফ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল পশম। ওই সময়ে এক শ্রেণীর আধ্যাত্মিক সাধকগণ অতি সাধারণ এক ধরণের পশমের তৈরি পোশাক ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাঁরা পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আত্মার বা পবিত্র আত্মার অধিকারী হয়েছেন বলে, 'সুফ' শব্দ থেকেই সুফি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আবার কারো মতে 'আহলে সুফ্ফা' (বারান্দার অধিবাসী) অর্থাৎ, দয়াল নবীজীর একদল সাহাবা ছিলেন, যাঁরা মসজিদে নববীর বারান্দায় সর্বক্ষণ ধ্যান-মোরাকাবা, মোশাহেদা, আত্ম পর্যালোচনা, জিকির আজকারে নিমগ্ন থাকতেন বলে 'আহলে সুফ্ফা' শব্দ থেকে সুফি শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে। আবার কারো মতে সুফি শব্দটি 'সাফা' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ হল পবিত্রতা। আর অপরদিকে সুফিবাদ বা সুফি দর্শন ইসলামের একটি মৌলিক আত্ম দর্শন। আত্মা নিয়ে আলোচনা করা এর মূখ্য বিষয়। আত্মার পরিশুদ্ধিতার মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করাই হলো এই দর্শনের মূল লক্ষ্য। আল্লাহকে জানা, চেনা ও রসুল (সঃ) এর দিদার লাভে, স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যেকার সম্পর্ক, আধ্যাত্মিক ধ্যান-জ্ঞানের মাধ্যমে বুঝার চেষ্টাকে সুফিবাদ বা সুফি দর্শন বলে।

সুফিবাদ, অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির জ্ঞানকে বুঝায়। এই জ্ঞানকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে, প্রথমে বেশ কিছু ধাপ অতিক্রম হতে হবে। যেমন ১) 'ফানাফিল অযুত' নিজের ভিতর নিজেকে বিলিন করে দেওয়া (২) 'ফানাফিস শায়েখ' নিজের মুর্শিদের দিলের সঙ্গে মিশে যাওয়া। ৩) 'ফানাফির রসুল' রসুল (সঃ) এর দিদারে মিশে যাওয়া। ৪) 'ফানাফিল্লাহ' পরিশুদ্ধ আত্মার মাধ্যমে মহান আল্লাহর দর্শন লাভ করা। ৫) 'বাকা বিল্লাহ' যা আল্লাহর সঙ্গে স্থায়ীভাবে মিশে যাওয়া বা অবস্থান করা। যিনি এই সাধনার পথ বেছে নিয়েছন বা আয়ত্ত করেছেন, তিনিই হলেন সুফি। সুফি দর্শন গবেষণাকারী বা অনুসারীরা সার্বক্ষণিক আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞানে দন্ডায়মান হয়ে থাকেন। আর যখন তিনি কোন কিছু বলেন বা করেন, তা আল্লাহর নির্দেশেই বলেন এবং করে থাকেন। ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী সুফিবাদকে ইলমে তাসাওউফ বলা হয়। যার অর্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আল্লাহ প্রেমী, রসুল (সঃ) এর অনুসারী, শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত সম্মিলিত ধর্ম জ্ঞানী।

শরীরে এমন একটি গোস্তের টুকরা আছে যার নাম ক্বলব বা হৃদপিণ্ড। এই ক্বলব-হৃদপিণ্ড পবিত্র হলে সমস্ত শরীর পবিত্র হয়। আমাদের যেমন জাগতিক ক্ষুধা আছে, ঠিক তেমনি সেই 'ক্বলব' নামক হৃদপিণ্ডেরও ক্ষুধা আছে। আমরা ক্ষুধা পেলে যেমন খাবার খাই, ঠিক তেমনি ওই গোস্তের টুকরাকেও খাবার দিতে হয়, তার খাদ্য আল্লাহতা'লার জিকির ও সরণ। এই জিকিরের মাধ্যমেই ক্বলব-হৃদপিণ্ড সতেজ থাকে সব সময়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে মিশতে হলে, তাঁকে জানতে হলে, তাঁর ভেদ বুঝতে হলে, একজন কামেল মুর্শিদের সহবত-সান্নিধ্য লাভ করতে হবে। কারণ, একমাত্র কামেল মুর্শিদ-ই পারেন, মানুষের সঙ্গে মহান আল্লাহরতা'লার জ্যোর্তিময় পথ তৈরি করে দিতে। মহানবী (সঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে চারটি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, এক' ইলমে শরিয়ত, দুই' ইলমে তরিকত, তিন' ইলমে হাকিকত এবং চার' ইলমে মারেফত। এই চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে হলো পরিপূর্ণ ইসলাম।

একজন কামেল পীর-মুর্শিদ বিরামহীন সাধনার মাধ্যমে, এই চারটি বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে সুফি হতে পারেন। তাই তো আমার ইহকাল ও পরকালের বান্ধব, নায়েবে নবী, দয়াল দরদী পীর দস্তগীর, রওশন জামিল, আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর, রসুল (সঃ)এর এই চারটি বিষয়ের শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই, রসুল (সঃ)এর সত্য তরিকার সুমহান বাণী প্রচার করছেন। তাই সম্মানীত ভাই-বোনদের আহ্বান করছি, কুতুববাগ দরবার শরীফে একবার আসুন। আমার দরদী মুর্শিদ কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুরের নূরাণী সান্নিধ্য পেতে হলে, দয়াল নবীর তরিকা গ্রহণ করে সুফিবাদের সুশীতল ছায়া তলে বসুন। তাঁর দেয়া অজিফা আমল সঠিকভাবে নিয়মিত চর্চা করে সত্যিকারে একজন সুশিক্ষিত কামেলে ইনসান অথাৎ, মমিন বান্দা হওয়া য়্য়। তাই নিজেকে সংযমি, ন্যায়বান, আল্লাহ ভীরু ও রসুল (সঃ)এর প্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলে, নকশ্বন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার অমৃত স্বাদ অনুভব করুন।

Sufism is the only way to know thy self
অর্থাৎ, সুফিবাদই হলো নিজেকে চেনার একমাত্র পথ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

আমার দিকে যে ব্যক্তি রুজু হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ কর।
–আল কোরআন

আমার আলো

গত ৩০ আগস্ট, ২০১৪ রোজ শনিবার নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায় অবস্থিত কুতুববাগ জামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের মঞ্চে খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত আলহাজ্ব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, পীরজাদা আলহাজ্ব মীর হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী (ডানে), মাননীয় তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, স্থানীয় সরকার ও পল্লী সমবায় প্রতিমন্ত্রী মশিউর রহমান রাঙ্গা ও নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য শামীম ওসমানকে (বামে) দেখা যাচ্ছে

ভুল করেও যেন ভুল পথে না চলি

সারমিন সাদী রাশিদা

নূরে ঝলমল আঁধারে আলো, সঠিক পথের দিশারী মহান আল্লাহর অলি খাজাবাবা কুতুববাগী নকশ্‌বন্দি মোজাদ্দেদী ক্বেবলাজান হুজুরের এক নালায়েক মুরিদ সন্তান আমি। যুগশ্রেষ্ঠ এই মহাসাধক অলি-আল্লাহর গুণের কথা লিখে শেষ করতে পারবো না। তবুও ক্বেবলাজান হুজুরের শিক্ষা ও আমার কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে লিখছি। ছোটবেলায় নানীর সঙ্গেমুর্শিদ ক্বেবলাজানের পবিত্র জন্মস্থান নারায়ণগঞ্জ বন্দর থানা কলাগাছিয়া ইউনিয়নের শুভকরদী গ্রামে গিয়েছিলাম। যেখানে খাজাবাবর প্রথম খানকা শরীফ। আমি সেদিন আর্শ্চয্য হয়েছিলাম, কারণ মানুষ এত সুন্দর সুরতের হয় কখনো? তখন নানী বলেছিলেন, তিনি আল্লাহর অলি। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে মুর্শিদ ক্বেবলাজান হুজুর সম্বন্ধে জানার প্রবল ইচ্ছা অনুভব করতাম।

বাবাজানের দরবারে আসা-যাওয়া করছি দীর্ঘদিন থেকে এবং বাবাজানের দোয়াতেই আছি। শুধু দেখে আসছি, মুর্শিদ ক্বেবলা টাকা-পয়সা চান না। মুর্শিদ ক্বেবলা দেখেন না ধনী গরীব। সবাইকে সমানভাবে দেখেন। বাবাজান সব সময় পর্দায় থাকেন। জাকের মেয়েদের সঙ্গে কম সাক্ষাৎ করেন। বাবাজান প্রথমেই বলেন, মায়েরা একটু দূরে থাকেন। বাবাজান খুব আস্তে আস্তে কম কথা বলেন। কখনোও তাঁকে কোন বিষয়ে রাগ করতে দেখিনি। তবুও ভয় পাই সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে। নতুন কোন বোন আসলে বাবাজান জিজ্ঞেস করেন, মা, স্বামীর হুকুম নিয়ে আসছেন তো? একা আসবেন না, মা-বাবা অথবা স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

বাবাজান আমাদের যে বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তার কিছু আলোচনা করছি। তরিকতের মূল ছবক-আদব, বুদ্ধি, মহব্বত, সাহস, বিশ্বাস ও ভক্তি। এই ছয়টি শিক্ষা সম্মন্ধে খুব সহজ করে বুঝিয়ে দেন। আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা ও নামাজে হুজুরি এগুলোর ব্যাখ্যাও বুঝান। আমাদেরকে পর্দায় থাকতে বলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করতে বলেন। নামাজের পর অজিফা আমল করতে বলেন। হারাম-হালাল বেছে চলতে বলেন। পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী ও বড়দের সম্মান, ছোটদের সেবাযত্ন-স্নেহ করতে বলেন। মিথ্যা বলা, চুরি-ডাকাতি করা এবং অন্যের হক নষ্ট করতে নিষেধ করেন। গীবত-পরনিন্দা ও হিংসা করতে নিষেধ করেন। ধ্যান-মোরাকাবা করতে বলেন। কোন পীর কিংবা মানুষকে সেজদা করতে নিষেধ করেন। আরোও বলেন যে, ভণ্ডামীর মধ্যে কোন এবাদত নেই। কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত এই পাঁচ টা স্তম্ভের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। বাবাজান এই পাঁচটি বিষয়কে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে আমাদের মেনে চলতে বলেন। শরীয়তের ছোট-বড় সব হুকুম মেনে চলতে বলেন। শরিয়তের মধ্যেই তরিকত, হাকিকত ও মারেফত লুকিয়ে আছে। মহান আল্লাহ এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি লা শারিকালা। এ কথা বাবাজান বলেন। আল্লাহকে যেন ভয় পাই ও আল্লাহর নাফরমানী কাজ না করি এ শিক্ষাও দেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ যেন না করি, এতে সংসারে শান্তি পাবেন এবং এবাদত সঠিকভাবে করতে পারবেন। বাবাজানের আরো অনেক সুন্দর সুন্দর বাণী ও নছিহত আছে, যা আমি বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে চলার চেষ্টা করে যাচ্ছি, বাবার দোয়ায় আল্লাহ কবুল করবেন।

আমরা আমল করি, সাধ্যমত মান্নত করি, আপদে বিপদে নালিশ জানাই আল্লাহ রহমতে বাবার উছিলায় মছিবত দূর হয়। আমি একদিন নামাজ পড়েছি কিন্তু অজিফা আমল করা হয়নি, তার পর দিন দরবার শরীফে গেলে বাবাজান বলেছিলেন, মা খতম শরীফ পড়েননি কেন? আরেক দিন নামাজ পড়তে পারিনি, বাবাজান বলেছিলেন মা নামাজ পড়বেন। নামাজ ছাড়বেন না। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। আমি বনের বাঘকে ভয় করি না কিন্তু মুর্শিদ ক্বেবলাজানকে ভিষণ ভয় পাই। আমি বন্দুকের

৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

একদিন আমি নামাজ পড়েছি কিন্তু অজিফা আমল করা হয়নি, তার পর দিন দরবার শরীফে গেলে বাবাজান বলেছিলেন, মা খতম শরীফ পড়েন নি কেন? আরেকদিন নামাজ পড়তে পারিনি, বাবাজান বলেছিলেন, মা নামাজ পড়বেন, নামাজ ছাড়বেন না। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। আমি বনের বাঘকে ভয় করি না, কিন্তু মুর্শিদ ক্বেবলাজানকে ভীষণ ভয় পাই।

কথায় বলে, মক্কার মানুষ হজ্ব পায় না!

আমিনুল ইসলাম তুহিন

সুফিবাদই শান্তির পথ' খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর, সর্বসাধারণকে এই শান্তির পথে আহ্বান করছেন। অনেক ভেবে চিন্তে তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে, নিজের চোখে একজন অলি-আল্লাহকে দেখার পর নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি। এ জন্য মহান আল্লাহ'তালার দরবারে শুকরিয়া জানাই। খাজাবাবা কুতুববাগী আল্লাহতা'লার এমন একজন অলি-বন্ধু যাঁকে দেখা বা তাঁর শিষ্য হবার সৌভাগ্য সবার হয় না। এখন অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর যে, আল্লাহর অলি-বন্ধু তা কী করে বুঝলাম? মহান রাব্বুল আলামিন প্রতিটি সচেতন মানুষকেই ভালো, মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সাদা-কালো, স্বাদ-বিস্বাদ বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন।

পরিচিত এক ভাইয়ের মাধ্যমে খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর সর্ম্পকে জানতে পারি। কিন্তু তখন আমার মনে টান লাগেনি। এরপর অনেকের মুখে অনেক কথা শুনে একদিন কুতুববাগ দরবারে যাওয়ার জন্য মন টানলো। এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম কুতুববাগ দরবার শরীফ ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেটে। গিয়ে দেখি দরবার শরীফের নিজস্ব বিশাল দশতলা ভবন, ভবনের পুরোটাই দরবার শরীফ। কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুরকে সামনাসামনি দেখেই বুঝতে পারলাম তিনি শুধু একজন কামেল পীর-ই নন, তিনি মহান আল্লাহর অলি এবং আমাদের জন্য আল্লাহতা'লার অশেষ রহমত। কারণ, তাঁর চেহারা মোবারক থেকে এমন এক নূর প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিল যে, অপলক তাকিয়ে থাকলাম দীর্ঘ সময়। তাঁর কথা বলার ধরণ দেখে আরও অবাক হলাম, এত নিচু স্বরে তিনি কথা বলেন যেন মনে হয়, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা শুনতে পায় না। কিন্তু তাঁর সামনে থেকে একটু দূরের মানুষও

৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাবাজানের সান্নিধ্য পবিত্র করেছে আমাকে

নুরুল আমিন বাবু

আমার ছোট বেলা থেকে নিয়মিত একটা অভ্যাস ছিল। রসুল (সঃ) এর জীবনী পড়া ও শুনা। যখন কোথাও কোন মাহফিল হত আমি সেখানে ছুটে যেতাম, বড় বড় মাওলানা মুফতি সাহেবদের মুখে রসুল (সঃ) এর গুণগান শুনতে ভালো লাগতো। রসুল (সঃ) এর জীবনী, সাহাবা কেরামগণের জীবনী এবং পীর-মাশায়েখগণের জীবনী পড়া আমার নিয়মিত অভ্যাস। তাঁদের সম্পর্কে যতই পড়ি ততো ভালো লাগে, আর তখন মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগত যে, আমার জন্ম যদি রসুল (সঃ) এর জামানায় হতো, তাহলে রসুল (সঃ) এর সঙ্গী হতে পারতাম! রসুল (সঃ) এর সঙ্গী হয়ে ইসলাম প্রচারে অংশ নিতে পারতাম। এ নিয়ে একটা আপসোস আমার মধ্যে সব সময় কাজ করতো। কিন্তু রসুল (সঃ) তো আর শরিয়তিভাবে পর্দা করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত পর্দায়ই থাকবেন। তবে কোরআন-হাদিসে আল্লাহ-রসুলের নির্দেশনা অনুযায়ি আল্লাহতা'লা যুগে যুগে বেলায়েতে মাশায়েক বা নায়েবে রসুল পাঠাবেন, যাঁরা বিভিন্ন বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকা পড়ে বিপথের দিকে চলে যাচ্ছেন, তাদেরকে রসুল (সঃ) এর আদর্শ তরিকার সত্য ও সুন্দরের পথ দেখাবেন।

আমার জীবনের এক পরম সৌভাগ্য যে, খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুরের মধ্যে সেই অমূল্য ধন নায়েবে রসুল (সঃ) এর সুঘ্রাণ লাভ করতে পেরেছি। তাঁর বাচন-ভঙ্গি, কথাবার্তা, চাল-চলন, ধৈর্য্য শক্তি আদেশ-উপদেশসহ ইসলাম ধর্মের আসল সত্য, সুফিবাদের শান্তির বাণী প্রচারের যে পদ্ধতি এর সব কিছুর মধ্যেই রসুল (সঃ) এর বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই। যাঁকে এক নজর দেখলে রসুল (সঃ) এর কথা মনে হয়, তাঁকে অনুসরণ করলে রসুল (সঃ) এর সত্য আদর্শের কথা মনে পড়ে। বাবাজানের সংস্পর্শে থাকার কল্যাণে প্রকৃত ইসলাম কি? এবং ইসলামে সুফিবাদ কি? বা শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত সম্পর্কে জানা, বুঝা ও শেখার চেষ্টা করছি ।

বাবাজানের তিনটি মূল শিক্ষা: (১) আত্মশুদ্ধি (২) দিলজিন্দা ও (৩) ইবাদতে (নামাজে) হুজুরী। এই তিনটি শিক্ষা যদি আমরা নিজেদের মধ্যে রপ্ত করতে পারি, তাহলে আ

৩ পৃষ্ঠায় প্রকৃত মুমিন

প্রকাশক : মোঃ ইউনুছ, সম্পাদক : মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদীয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
ফোন : ০২-৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : ০১৫৫৬৪১১৮৪১, ০১৭২৩৪৮২২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)